**ক্যারিয়ার গঠনে কি কি গুণ ও দক্ষতা প্রয়োজন**

****

ছাত্রজীবনে প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে আদর্শ ক্যারিয়ার গঠনের। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে অনেকেরই সে স্বপ্ন পূরণ হয়না। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রজীবন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক। এ প্রস্তুতি গ্রহণের কিছু কার্যকরী উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো……….

**১। নিজেকে নিয়ে গবেষণাঃ**

ছাত্র জীবন থেকেই নিজেকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। আপনি কি হতে চান? কি ধরনের কাজ করতে চান? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরগুলো ক্যারিয়ার গঠনের শুরুতেই খুঁজতে হবে এবং সে অনুসারে পরিকল্পনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

**২। সফল মানুষদের জীবন থেকে শিক্ষা নেয়াঃ**

সফল মানুষদের অনেকেই অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বড় হয়েছেন। তারা সফল হতে জীবনকে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করেছেন। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্যারিয়ার গঠনের পরিকল্পনা তৈরিতে সচেষ্ট হতে হবে।

**৩। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবেঃ**

সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচন করতে সংশ্লিস্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে। একজন অভিজ্ঞ মানুষ আপনার ক্যারিয়ার ভাবনাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

**৪। ক্যারিয়ার বিবেচনায় রেখে পড়াশোনার বিষয় নির্ধারণঃ**

ভবিষ্যৎ বাস্তবতা ও মনের চাওয়ার সাথে সমন্বয় করে পড়াশোনার বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায়, এভাবে ভেবে যারা ক্যারিয়ার গঠনের পথে হেঁটেছেন, তাদের সফলতার হার অন্যদের চাইতে অনেক বেশি।

**৫। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়াঃ**

ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ছাত্রজীবন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। ধৈর্য নিয়ে এ সময় থেকেই জীবনযুদ্ধে লড়তে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

**৬। কৌশলী হতে হবেঃ**

ক্যারিয়ার গঠনে সফল হতে কৌশলী হতে হবে। সময়ের সাথে সাথে কৌশলী হবার উপায় গুলো আয়ত্ত করতে হবে। অজানা বিষয় গুলো বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জেনে নিতে হবে।

**৭। ভয়কে কাটিয়ে ওঠাঃ**

শিক্ষা জীবন থেকে অনেকের মনে নানা ভয় কাজ করে। তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছলতা, সামাজিক পরিচয় ইত্যাদির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে, ভয়কে জয় করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

**৮। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ-এ যুক্ত থাকাঃ**

এক্সট্রা কারিকুলার বা সহ শিক্ষা গ্রহণ এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস-এ যুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। নিয়মিত পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করতে হবে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখায় বিচরণ করতে হবে।

**৯। নিজেকে স্মার্ট করে গড়ে তোলাঃ**

ছাত্রজীবন থেকেই নিজেকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে হবে। ভাষাগত জ্ঞান, কথা বলার মার্জিত ভঙ্গি, যুগোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে সচেতন হতে হবে। এছাড়া ইংরেজি ও তথ্য প্রযুক্তিতে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে হবে।

**১০। কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়াঃ**

নিজের দক্ষতা বাড়াতে হলে আগে নিজের দূর্বলতা গুলো খুঁজে বের করতে হবে। দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল জেনে নিতে হবে এবং প্রতিদিনকার কাজে বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

মোঃ লুৎফর রহমান (এম. এ., এম. এড)

সহকারী শিক্ষক,

ICT4E জেলা এম্বেসেডর এটুআই, দিনাজপুর

নির্বাচিত ইংরেজী মাস্টার ট্রেনার (TMTE Project of DPE)

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক ইংরেজী, চারু ও কারুকলা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়,

কুন্দারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

E-mail: mlutfor81@gmail.com



